দৈনিক বাংলা

ফিচার পাতা

১৪.৫.৮৫

017

গণ-সংযোগ

এমএ হামিদুজ্জামান

সেদিন সকালে এজি অফিসের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। এজি অফিসের সামনের আইল্যান্ডে কিছু লোকের জটলা চোখে পড়ল। জটলার কারণ জানার জন্যে এগিয়ে গেলাম। জানতে পারলাম,, গণসংযোগ দফতরের ইন-সার্ভিস টেকনিশিয়ানদের যে প্রশিক্ষণ হচ্ছে এটা তারই অংশ বিশেষ। ওখানে গণ-সংযোগ কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে টেকনিশিয়ানদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার আগ্রহ নিয়ে গণসংযোগ দফতরে গেলাম। দফতরের করিডোর দিয়ে হাটতে হাটতে একটি পরিচিত নেমপ্লেট চোখে পড়ল। এ কক্ষে। ঐ কক্ষে প্রবেশ করলাম। পরে পরিচালক জনাব মোঃ আশরাফ আলী খানও আমাকে পেয়ে খুশী হলেন। ইন-সার্ভিস টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, টেকনিশিয়ানদের প্রায় সকলেই কম শিক্ষিত। ফলে তারা গণ-সংযোগ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার জানে না। এতে প্রায়ই প্রচার কার্যে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি কিছু নজীর তুলে ধরলেন, তিনি জানালেন এই সমস্যাকে সামনে রেখেই তিনি এই প্রশিক্ষণের চিন্তা করেছেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, আমাদের দেশে প্রশিক্ষণ মানেই বিদেশ থেকে প্রশিক্ষক আনতে হবে এবং এর পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে। কিন্তু আমাদের এই আয়োজন ব্যতিক্রমধর্মী। আমাদের বিভাগীয় অভিজ্ঞ লোকজনই এতে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। আমি তার সাথে আলাপ শেষে চলে এলাম। স্থির করলাম, এই মহতী উদ্যোগ সম্পর্কে কাগজের পাতায় কিছু লেখা প্রয়োজন।

গণসংযোগ দফতর গত ১৫ই এপ্রিল থেকে ৫ দিনব্যাপী টেকনিশিয়ান ইন-সার্ভিস ট্রেনিং ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছিল ঢাকায়। তথ্য মন্ত্রী ১৫ই এপ্রিল এর উদ্বোধন করেন। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য সচিব জনাব আনিস-উজ-জামান খান এবং সভাপতিত্ব করেন যুগ্ম সচিব জনাব শফিউল ইসলাম।

এই ওয়ার্কশপের সিলেবাসের মধ্যে ছিল : গণসংযোগ দফতর পরিচিতি, পাবলিক এ্যাড্রেস ইকুইপমেন্ট পরিচিতি এবং অডিও ভিস্যুয়াল ইকুইপমেন্ট পরিচিতি।

এই প্রশিক্ষণের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হচ্ছে : প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশিক্ষণের আগের ধারণা এবং প্রশিক্ষণের পরের ধারণা সংক্রান্ত মূল্যায়ণ কার্যক্রম।

—উদ্বোধনী ভাষণে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আয়তনের দিক থেকে ছোট হলেও জাতি হিসেবে আমরা অনেক বড়। একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমাদের গর্ব করার অনেক কিছুই আছে। আমাদের ভাগ্য উন্নয়নে যা কিছু করার সবই আমাদের আওতার মধ্যে। এখন শুধু প্রয়োজন উদ্যোগের।

তিনি বলেন, সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে গণসংযোগ দফতরের টেকনিশিয়ানদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

তিনি বলেন, সব সরকারের হাতেই বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী থাকে। কিন্তু এর অনেকগুলোই বাস্তবায়িত হয় না। সর্বস্তরের আন্তরিকতার অভাবই এর বড় কারণ। সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচী গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে আপামর জনগণকে ওয়াকিবহাল করা, উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব সার্বিকভাবে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত। রেডিও, টেলিভিশন সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র ও গণসংযোগের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে আমরা এই দায়িত্ব পালন করে থাকি। আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের দ্বারা আমরা এই দায়িত্ব সুচারু রূপে পালন করতে পারি।

তিনি এই প্রসঙ্গে গণসংযোগ দফতরে কর্মরত টেকনিশিয়ানদের সম্পর্কে বলেন তারা পল্লী জনগণের অত্যন্ত কাছাকাছি থেকে এই দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি বলেন, এটা বলতে দ্বিধা নেই যে, সরকার ও জনগণের মধ্যে তারা সেতু বন্ধন হিসেবে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেন। এই প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপ তাদের সচেতনতা ও কর্ম দক্ষতা আরো বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তথ্য সচিব জনাব আনিস-উজ-জামান খান বলেন, জনগণের সঙ্গে টেকনিশিয়ানদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। তাই তারা উন্নয়ন কর্মসূচী সম্পর্কে জনগণের সঠিক মনোভাব জানতে পারেন এবং তা সরকারের কাছে তুলে ধরতে পারেন।

তারা সঠিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচী সম্পর্কে স্বার্থান্বেষী মহলের গুজবের যথাযথ জবাব দিতে পারেন।

এবার আসুন সামগ্রিকভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করলে কি দাঁড়ায় দেখা যাক। সচেতন ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করবেন, একটি দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে সে দেশের সরকার ও জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি সদ্ভাব ও সমঝোতার ওপর। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বস্তুও নয়। প্রতিটি দেশের সরকারই সে দেশের আপামর জনসমষ্টির অংশ। আর তাই সব সরকারের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে জনগণের কল্যাণ সাধন। তবে এর প্রক্রিয়া পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে

জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন বটে; তবে এর বাস্তবায়ন নির্ভর করে সরকার ও জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপর। সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচীতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে তাদের কাছে এই কর্মসূচীর সঠিক চিত্র তুলে ধরতে হবে। আর তা হলেই জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ আশা করা যাবে।

সাধারণভাবে একটা ভুল ধারণা আছে যে, এ ক্ষেত্রে সরকারের প্রচার যন্ত্র হিসেবে রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের ভূমিকাই মুখ্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গণসংযোগ দফতরের ভূমিকা এদের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। বরং বেশীই বলা চলে। কেননা গণসংযোগ দফতরের কর্মরত কর্মচারীরা সারা দেশের গ্রামে গঞ্জে, হাটে-বাজারে সরাসরি জনগণের কাছে সরকারের কর্মসূচী পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত।

আমাদের দেশ গ্রাম প্রধান। এ দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯১ দশমিক ২ জন গ্রামে বাস করে। জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ কৃষি কাজে নিয়োজিত। তাই, এদেশের অর্থনীতিও প্রধানতঃ কৃষি নির্ভর।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্বাস্থ্যবিধি ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানসহ সমাজ সংস্কার মূলক যাবতীয় সরকারী কর্মসূচী জনগণের সামনে তুলে ধরা এবং এ ব্যাপারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব গণসংযোগ দফতরের কর্মরত সকলের। এই ক্ষেত্রে গণসংযোগ দফতরের বিভিন্ন টেকনিশিয়ানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য।

এদেশের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। তারা অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত। ফলে পত্র-পত্রিকার কোন আবেদন নেই তাদের কাছে। রেডিও টেলিভিশন ক্রয়ের ক্ষমতা অনেকেরই নেই। রেডিও টেলিভিশন থাকলেও তা তাদের ওপর তেমন প্রভাব ফেলতে পারছে না। অথচ বিভিন্ন সরকারী কার্যক্রমের ওপর নির্মিত প্রামাণ্য চলচ্চিত্র গ্রামে গঞ্জের হাটে বাজারে প্রদর্শন করে সাইন অপারেটররা জনগণকে সহজেই উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

এই দফতরের পি, এ, ই অপারেটর ও সহকারী পি, এ, ই অপারেটরদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্যে সভা-সমিতি সংগঠন, আয়োজন, মাইক সরবরাহ প্রভৃতি কাজে জড়িত টেকনিশিয়ানরা পরোক্ষভাবে সরকারের সকল কর্মসূচী বাস্তবায়নে অগ্রণী সৈনিকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। অনুরূপভাবে ঘোষকদের ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বের দাবীদার। ঘোষকরা বিভিন্ন উপলক্ষে মাইক যোগে ঈদের চাঁদ দেখা থেকে আরম্ভ করে সভা অনুষ্ঠান, সরকারী সম্পত্তি নিলাম, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণা, সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগ, ভূমি কর, কৃষি ঋণ পরিশোধ, আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে পূর্ব ঘোষণা মহামারী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা প্রচার করে থাকেন। গণসংযোগ দফতরের সংশ্লিষ্ট টেকনিশিয়ানরা সাধারণ মানুষের খুব কাছাকাছি থেকে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে। ফলে এগুলোর আবেদন খুব বেশী।

দেশের সবাই পত্র-পত্রিকা রাখেন না-রাখতে পারেন না। তাছাড়া তা থেকে কিছু গ্রহণ করার মত যোগ্যতাও সবার নেই। রেডিওর মাধ্যমে সারা বিশ্বে একটি খবর অতি অল্প সময়ে পৌঁছে দেয়া যায় বটে। কিন্তু সব সময়ই রেডিওর সামনে বসে থাকা অথবা সব সময় রেডিও সেট সঙ্গে করে বয়ে বেড়ানো সম্ভব নয়। দেশে প্রয়োজনের তুলনায় টিভি সেটের সংখ্যা অপ্রতুল। এ ছাড়াও টিভি প্রচার সময় কম। ফলে বর্তমান বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে এগুলো খুব শক্তিশালী, জনপ্রিয় ও অপরিহার্য মনে হলেও এর আবেদন অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এসব দিক বিবেচনা করেই এই ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছিল। জাতীয় অগ্রগতির লক্ষ্যে গণসংযোগ দফতরের এই প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবীদার।